HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন

টপিক – ০১ রাজনৈতিক দলঃ ধারণা ও সংজ্ঞা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: রাজনৈতিক দলঃ ধারণা ও সংজ্ঞা
টপিক ০২: রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য
টপিক ০৩: রাজনৈতিক দল ও উপদল
টপিক ০৪: গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও গুরুত্ব
টপিক ০৫: গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী
টপিক ০৬: রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ
টপিক ০৭: চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
টপিক ০৮: সুশাসন ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
টপিক ০৯: নেতৃত্বঃ ধারণা ও সংজ্ঞা
টপিক ১০: নেতৃত্বের প্রকারভেদ
টপিক ১১: নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলী

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১২: সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা
টপিক ১৩: স্থানীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার/এনজিও-র ভূমিকা
টপিক ১৪: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১৫: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: রাজনৈতিক দলঃ ধারণা ও সংজ্ঞা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

রাজনৈতিক দলঃ ধারণা ও সংজ্ঞা

বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার যুগ। আধুনিক গণতন্ত্র হলো পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসন কাজে অংশগ্রহণ করে। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় দলীয় ভিত্তিতে। বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে তাই 'দলীয় সরকার' বলা হয়। রাজনৈতিক দল হলো প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ। রাজনৈতিক দল এমন এক জনসংগঠন যার সদস্যগণ রাষ্ট্রের সমস্যা সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয়।

রাজনৈতিক দলের বাইরে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীও রয়েছে। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হলো স্বেচ্ছামূলক সংগঠিত গোষ্ঠী, যা সরকারি কাঠামোর বাইরে থেকে সরকারি নীতি গ্রহণ, পরিচালনা ও নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে।

রাজনৈতিক দলগুলো পরিচালিত হয় নেতার নেতৃত্বে। সুযোগ্য নেতৃত্ব ছাড়া কোনো দল সুসংগঠিত হতে পারে না এবং কোনো জাতি বা রাষ্ট্র অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছতে পারে না। সুযোগ্য নেতৃত্ব একটি জনসমাজকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, স্বাধীন জাতি হিসেবে সুসংগঠিত করে তুলতে পারেন। ভারতে মহাত্মা গান্ধী, দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলা, সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিন, গণচীনে মাও সে তুং, ইন্দোনেশিয়ায় শোয়েকার্নো, বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এরূপ নেতৃত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ। সুযোগ্য নেতৃত্ব ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না।

রাজনৈতিক দলঃ ধারণা ও সংজ্ঞা

আধুনিক গণতন্ত্র হলো পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। বর্তমান সময়ের বিশালায়তন রাষ্ট্রগুলোর বিপুল জনগোষ্ঠীর পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। বর্তমানে তাই জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে থাকে। এই নির্বাচনকার্য সম্পন্ন হয় দলীয় ভিত্তিতে। বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক সরকারকে তাই 'দলীয় সরকার' বলা হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হলো রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল হলো আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ।

যখন কিছু সংখ্যক মানুষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে একমত পোষণ করে এবং ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় তখন তাকে রাজনৈতিক দল বলে। রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হলো জনমত সংগ্রহ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া।

রাজনৈতিক দলঃ ধারণা ও সংজ্ঞা

যোশেফ এস. সুম্পিটার (Joseph S. Schumpeter)-এর মতে, "রাজনৈতিক দল হলো এমন এক গোষ্ঠী, যার সদস্যদের লক্ষ্য হলো ক্ষমতা লাভের জন্য বা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সংঘবদ্ধভাবে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া।" ("A party is a group whose members propose to act in concert in the competitive struggle for political power".)

এডমান্ড বার্ক (Edmund Burk) বলেন, "রাজনৈতিক দল এমন এক সংগঠিত জনগোষ্ঠী যারা একটি নির্দিষ্ট স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট।" (Party is a body of men, united for the purpose of promoting by their joint endeavours the national interest upon some particular principle on which they are all agreed.)

আর্নেস্ট বার্কার (Earnest Berker) বলেন, "রাজনৈতিক দল হলো বিশেষ একটি মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত এমন একটি দল যা জাতীয় স্বার্থের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন লাভের চেষ্টা করে।" (A party is a particular body of opinion, which is nonetheless concerned with the general national interest and which forms and presents to the choice of the electorate, a programme of general national scope and width.)

রাজনৈতিক দলঃ ধারণা ও সংজ্ঞা

অধ্যাপক গেটেল (Gettel)-এর মতে, "রাজনৈতিক দল মোটামুটিভাবে সংগঠিত এমন একটি নাগরিক সম্প্রদায় যারা একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কাজ করে এবং যারা তাদের ভোটদান ক্ষমতার দ্বারা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ নীতিগুলোকে কার্যকর করতে চেষ্টা করে।"

ডিজরেলি (Disraeli)-এর মতে, "কতগুলো নীতি অনুসরণের জন্য সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে দল বলা হয়।" (A party is a group of men banded together to pursue certain principles.)

মরিস দ্যুভারজার-এর মতে, "রাজনৈতিক দল হলো এমন একটি সংঘ যার একটি নির্দিষ্ট কাঠামো আছে।"(A party is a community with a particular structure.)

অধ্যাপক ম্যাকাইভার-এর মতে, "রাজনৈতিক দল হচ্ছে কোনো নীতির সমর্থনে সংগঠিত সংঘবিশেষ, যা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিচালনায় প্রয়াসী হয়।" (Political Party is an association organisad in support of some Principle
of Policy which by constitutional means it endeavous to make the determinant of government.)

সুতরাং রাজনৈতিক দল এমন এক জনসংগঠন যার সদস্যগণ রাষ্ট্রের সদস্যা সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন

টপিক – ০২ রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

টপিক ০২: রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. রাজনৈতিক সংগঠন: রাজনৈতিক দল কিছু সংখ্যক মানুষের একটি রাজনৈতিক সংগঠন। তবে আর্থ-সামাজিক বিষয়েও রাজনৈতিক দলকে ভাবতে হয়, কর্মকাণ্ড চালাতে হয়, মত প্রকাশ করতে হয়।

২. সম-আদর্শে বিশ্বাসী: রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ কম-বেশি একইরূপ আদর্শ ও নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একত্রিত হয়। নীতি-আদর্শের মিলই তাঁদের মধ্যে মিলনের বন্ধন হিসেবে কাজ করে।

৩. নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় আরোহণ: রাজনৈতিক দল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দল এজন্য প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে জনমতকে নিজেদের অনুকূলে রাখতে সচেষ্ট হয়। নির্বাচনে জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চেষ্টা করে।

৪. জনমতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান: জনমতের দিকে লক্ষ রেখে রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রচার, নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন এবং জয় লাভের চেষ্টা করে। এমনকি সরকার গঠনের পরও রাজনৈতিক দল চেষ্টা করে সরকারের গৃহীত নীতি ও কর্মকাণ্ডের প্রতি যেন জনগণের সমর্থন থাকে।

৫. দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ: রাজনৈতিক দল দলীয় নীতির ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে চায়। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে গিয়ে তারা দলীয় নীতি-আদর্শের আলোকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। কেননা নির্বাচনে তারা জনগণের রায় বা সমর্থন লাভ করে থাকে তাদের দলীয় নীতি-আদর্শকে প্রচার করেই।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন

টপিক – ০৩ রাজনৈতিক দল ও উপদল

টপিক ০৩: রাজনৈতিক দল ও উপদল

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

রাজনৈতিক দল ও উপদল

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রায় একই ধরনের দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নির্দিষ্ট কিছু কর্মসূচির ভিত্তিতে যখন মিলিত হয় বা একত্রিত হয় তখন তাকে 'রাজনৈতিক দল' বলে। অপরদিকে দলের মধ্যেই যখন কিছু কিছু সদস্য দলীয় নীতি ও কর্মসূচির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে কিংবা সাধারণ স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারে ঐক্যবদ্ধ হয় তখন তাকে 'উপদল' (Faction) বা 'কুচক্রী (Clique) দল' বলে।

রাজনৈতিক দল ও উপদল

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ:

১. রাজনৈতিক দল একটি সামগ্রিক রাজনৈতিক সংগঠন। কিন্তু রাজনৈতিক সংগঠনের সকল বৈশিষ্ট্য উপদলের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। উপদল রাজনৈতিক দলের একটি খণ্ডিত রূপ।

২. রাজনৈতিক দলের কাঠামো উপদলের কাঠামোর তুলনায় অনেক শক্তিশালী ও ব্যাপক। রাজনৈতিক দলের কাঠামো, কর্মসূচি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাপক। উপদলের কাঠামো, কর্মসূচি ও লক্ষ্য সংকীর্ণ।

৩. নির্দিষ্ট নীতি ও কর্মসূচি সামনে রেখে একটি রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। কিন্তু নীতি ও কর্মসূচি উপদলের নিকট গৌণ বিষয়। উপদল গড়ে ওঠে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিকে নিয়ে।

৪. একই নীতি ও মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ থাকে। কিন্তু উপদলের সদস্যরা সাধারণত কোনো নীতি ও আদর্শের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে না। এজন্য তাদের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক থাকে না।

৫. রাজনৈতিক দল নীতি ও কর্মসূচিকে সামনে রেখে ক্ষমতা দখলের জন্য স্থিতিশীল ও সুসংগঠিত সংগঠন গড়ে তোলে। কিন্তু উপদল এরূপ সংগঠন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়।

৬. রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য হলো জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ কিন্তু উপদলের লক্ষ্য হলো সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ সাধন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন

টপিক – ০৪ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও গুরুত্ব

টপিক ০৪: গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও গুরুত্ব

আধুনিক বিশালায়তন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর বিপুল জনগোষ্ঠীর পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হলো রাজনৈতিক দল। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব নিম্নরূপ:

১. জনমত গঠন: গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক শক্তির মূল উৎস হলো জনগণ। গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে প্রয়োজন সক্রিয়, সচেতন ও সদাজাগ্রত জনমত। রাজনৈতিক দল বক্তৃতা-বিবৃতি ও প্রচারের মাধ্যমে সেরূপ জনমত সৃষ্টি করে।

২. সরকার গঠন : গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কর্মসূচি প্রকাশ করে। জনগণ এর মধ্য থেকে সবচেয়ে কল্যাণকর ও বাস্তবমুখী কর্মসূচিসম্পন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি তাদের আস্থা ও সমর্থন জ্ঞাপন করে। জনগণ সহজেই তাদের পছন্দনীয় দলকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শাসন করার সুযোগ ব্যালটের মাধ্যমে প্রদান করে থাকে।

৩. ভিন্নমুখী মতামতকে একত্রীকরণ: জনগণ সাধারণত স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো বিষয়ে সহজে একমত হতে পারে না। জনগণের ভিন্নমুখী ও বিক্ষিপ্ত মতামতকে সংগঠিত করতে পারে একমাত্র রাজনৈতিক দল। এজন্যই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে রাজনৈতিক দলের ওপর। রাজনৈতিক দলকে এজন্যই 'স্বার্থ একত্রীকরণকারী' বলা হয়।

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও গুরুত্ব

৪. জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন: গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলই জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করে। সরকারি দল ও বিরোধী দলগুলোর বক্তব্যের মাধ্যমে জনগণ নিজের দেশ, দেশের সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারে।

৫. বিরোধী বিকল্প পক্ষ: প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যেন গণবিরোধী কাজে লিপ্ত না হয়, স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ না হয় সেজন্য বিরোধী দলগুলো সতর্ক দৃষ্টি রাখে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে বিরোধী দলই 'বিকল্প সরকার'।

৬. রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি: রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্য-বিবৃতি ও কর্মসূচি জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে। জনগণ রাজনৈতিক দলের বক্তব্য থেকে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলি জানতে পারে।

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও গুরুত্ব

৭. শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তন: রাজনৈতিক দল শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার বদলে সাহায্য করে। সরকার পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব বা বিদ্রোহের প্রয়োজন হয় না।

৮. সংসদীয় সরকারের জন্য উপযোগী: সংসদীয় সরকার মূলত দলীয় সরকার। দলীয় শৃঙ্খলাই সংসদীয় সরকারকে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনায় দৃঢ় ভূমিকা পালনে সাহায্য করে। এমনকি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতিতেও আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলই সহযোগিতার সেতু বন্ধন গড়ে তোলে।

৯. স্বার্থের গ্রন্থিকরণ: গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকার 'স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী' (Interest group) রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে নিজেদের দাবি সরকারের নিকট তুলে ধরে। এভাবে রাজনৈতিক দল 'স্বার্থের গ্রন্থিকরণ' (Interest articulation) করতে সাহায্য করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন

টপিক – ০৫ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

টপিক ০৫: গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

This Topic is important for

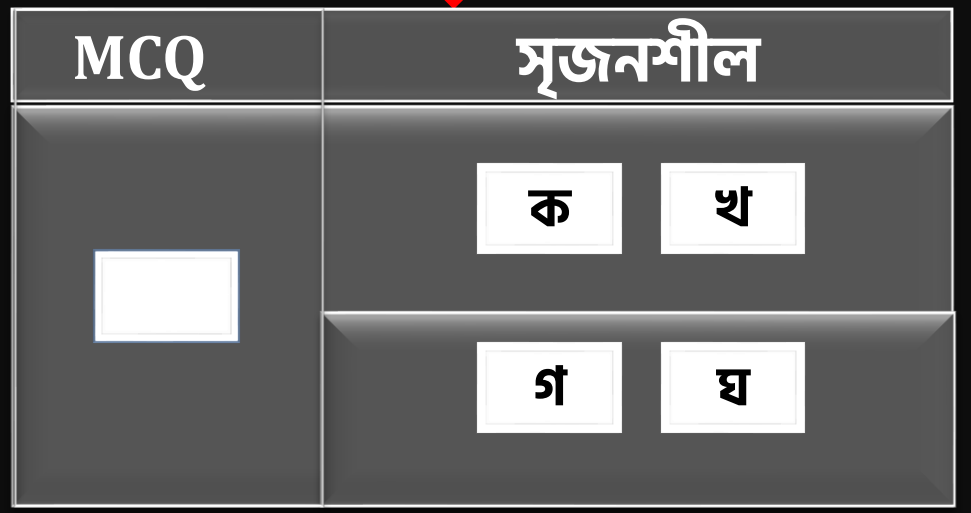

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

আধুনিক গণতন্ত্র বলতে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকেই বোঝায়। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হচ্ছে রাজনৈতিক দল। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি বা ভূমিকা নিম্নরূপ :

১. রাষ্ট্রীয় সমস্যা নির্ধারণ: আধুনিক রাষ্ট্রগুলো আয়তনে বিশাল এবং জনসংখ্যাও বিপুল। অধিকাংশ রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাও বিচিত্র ধরনের। এসব জটিল সমস্যা নির্ণয় এবং এগুলোর মধ্যে কোন্ সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন তা রাজনৈতিক দল নির্ধারণ করে।

২. নীতি-নির্ধারণ ও কর্মসূচি প্রণয়ন রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও নীতি-নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতেই জনসমর্থন লাভের চেষ্টা চালায়। লোয়েলের মতে, "জনমতকে সবার সামনে উপস্থাপিত করে গণরায় আদায়ের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচি প্রণয়ন করা রাজনৈতিক দলের অন্যতম লক্ষ্য।" রাজনৈতিক দলের সমর্থকগণ নিজ দলের কর্মসূচির প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকে।

৩. জনমত গঠন : দলীয় নীতি ও কর্মসূচির সপক্ষে জনমত গঠন করা রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান কাজ। রাজনৈতিক দল বক্তৃতা-বিবৃতি ও প্রচারের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি এবং প্রচলিত জনমতকে প্রভাবিত করে।

৪. প্রার্থী মনোনয়ন : নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ দলের প্রার্থী মনোনয়ন করে।

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

৫. প্রচারণা : রাজনৈতিক দল নিজ দলীয় কর্মসূচি এবং প্রার্থীর পক্ষে প্রচারকাজ চালায়। এর ফলে নির্বাচকমণ্ডলী দেশের জন্য কোন্ দলের কর্মসূচি বা নীতি উপযোগী এবং কোন্ প্রার্থীকে ভোট দেয়া উচিত তা সহজেই এবং সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে।

৬. ভোটারদের স্বার্থ সংরক্ষণ: রাজনৈতিক দল ভোটারদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। ভোটদাতাদের তালিকায় কোনো নির্বাচক বা ভোটারের নাম ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়ল কি না, ভোটের সময় ভোটারগণ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারছে কি না, ভোট গণনায় কোনো অন্যায় বা কারচুপি হচ্ছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে রাজনৈতিক দল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে।

৭. সরকার গঠন: রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো সরকার গঠন করা। নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সে দল সরকার গঠন করে।

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

৮. বিরোধী ভূমিকা পালন: গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী দল সরকারের ভুল-ত্রুটি বা গণ-বিরোধী পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে। এর ফলে বিরোধী দলগুলো জনমতের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়। বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনার ভয়ে সরকারি দলও জনকল্যাণকর কাজে উদ্যোগী হয়।

৯. রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার প্রসার: রাজনৈতিক দল জনসমর্থন পাওয়ার জন্য নিজ নিজ দলীয় নীতি ও কর্মসূচির পক্ষে প্রচারণা চালায়। এর ফলে জনগণের উদাসীনতা ও অজ্ঞতা দূর হয় এবং জনগণের রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার প্রসার ঘটে।

১০. স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধ: রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ কোনো দল বা গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপ জনসমক্ষে তুলে ধরে। এর ফলে কোনো দলই গণবিরোধী ও স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপে লিপ্ত হতে সাহসী হয় না।

১১. রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ: রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দল জনগণকে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

১২. শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা পরিবর্তন : জনস্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত হলে পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল পরাজিত হতে বাধ্য। সরকার পরিবর্তনের জন্য কোনো বিপ্লব বা বিদ্রোহের প্রয়োজন হয় না। শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা পরিবর্তনে রাজনৈতিক দল সহায়তা করে।

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

১৩. সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ সাধন: সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এজন্য মন্ত্রিপরিষদকে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারেও রাজনৈতিক দল শাসন বিভাগ এবং আইন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

১৪. জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টি: রাজনৈতিক দল বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে দলীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে। ফলে ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগত সংকীর্ণ স্বার্থ বা মনোবৃত্তি গড়ে উঠতে পারে না। জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টিতে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অপরিসীম।

১৫. সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা : সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নেও দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজতন্ত্রে দল ও সরকার এক এবং অভিন্ন।

১৬. স্বার্থের একত্রীকরণ: রাজনৈতিক দল ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও বিভিন্ন পেশার মানুষের স্বার্থের একত্রীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন

টপিক – ০৬ রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

টপিক ০৬: রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

সংখ্যার ভিত্তিতে দলীয় ব্যবস্থাকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়; যথা- (ক) একদলীয় ব্যবস্থা (One-Party System), (খ) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা (Bi-Party System) এবং (গ) বহুদলীয় ব্যবস্থা (Multi-Party System) । নিম্নে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

ক. একদলীয় ব্যবস্থা (One-Party System): কোনো দেশে যখন সাংবিধানিকভাবে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকে, তখন তাকে 'একদলীয় ব্যবস্থা' বলে। একদলীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল ব্যতীত অন্য সকল দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মানিতে হিটলারের 'নাৎসিদল', ইতালিতে মুসোলিনীর 'ফ্যাসিস্ট দল' এবং ১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় একদলীয় সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদী একদলীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তি পূজা এবং উগ্র ধনতান্ত্রিক শোষণ-নির্যাতন চলতে থাকে। কিন্তু সমাজতন্ত্রে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও এর লক্ষ্য হলো শ্রেণিহীন ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

একদলীয় ব্যবস্থার দোষ-গুণ (Merits & Demerits of One Party)

গুণ (Merits): একদলীয় ব্যবস্থার গুণগুলো নিম্নরূপ:

১. সরকারের স্থায়িত্ব : একদলীয় ব্যবস্থায় ঘন ঘন সরকার বদল হয় না। সরকার স্থিতিশীল হয়। দীর্ঘদিন দলীয় প্রধানের নেতৃত্বে সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকে। এর ফলে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

২. সরকারি নীতির ধারাবাহিকতা: একদলীয় ব্যবস্থায় সরকার স্থিতিশীল হওয়ায় সরকারি নীতির ধারাবাহিকতা বজায়থাকে।

৩. রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি কোনো ধরনের দলাদলি না থাকায় এবং একই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় হয়।

৪. জরুরি অবস্থায় উপযোগী: একদলীয় ব্যবস্থায় কোনো প্রকার বিরোধিতা না থাকায় এবং জবাবদিহিতার প্রশ্ন না থাকায় সরকার জরুরি অবস্থায় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৫. সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন: একদলীয় ব্যবস্থায় সরকারের স্থায়িত্ব নিশ্চিত হওয়ায়, কোনো প্রকার বিরোধিতা না থাকায় দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

৬. দলীয় শৃঙ্খলা : একদলীয় ব্যবস্থায় দলীয় প্রধানই সর্বেসর্বা। কোনো প্রকার বিরোধিতা বা উপদলীয় কোন্দলকে সহ্য করা হয় না। এর ফলে দলীয় শৃঙ্খলা সুদৃঢ় হয়।

৭. শিল্প-জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি: একদলীয় ব্যবস্থায় শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হয়।

৮. দক্ষ শাসন: একদলীয় ব্যবস্থায় কথায় কথায় বিরোধিতা, হরতাল, আইনসভা বর্জন, জ্বালাও পোড়াও বরদাশত করা হয় না। এর ফলে দক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

দোষ (Demerits): একদলীয় ব্যবস্থার দোষগুলো নিম্নরূপ :

১. গণতন্ত্র বিরোধী : একদলীয় ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ভূলুণ্ঠিত হয়। একদলীয় ব্যবস্থায় সকল জনগণের হাতে ক্ষমতা চর্চার সুযোগ থাকে না। একদলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্র বিরোধী।

২. ব্যক্তি স্বাধীনতা বিরোধী: একদলীয় ব্যবস্থা ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী। এতে ব্যক্তির মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংগঠন করার স্বাধীনতা, সরকারের ভুল-ভ্রান্তির সমালোচনা করার স্বাধীনতা থাকে না।

৩. ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ: একদলীয় ব্যবস্থায় মানুষের সব অধিকার হরণ করে তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়।

৪. রাজনৈতিক শিক্ষার পথ রুদ্ধ: জনগণ স্বাধীনভাবে রাজনীতি চর্চা করতে পারে না। এর ফলে এই ব্যবস্থায় জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

৫. রাষ্ট্রীয় বিষয়ে উদাসীনতা সৃষ্টি: একদলীয় ব্যবস্থায় রাজনীতিতে ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে না। ফলে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে জনগণের মধ্যে উদাসীনতার সৃষ্টি হয়।

রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

৬. বিপ্লব-বিদ্রোহের সম্ভাবনা: একদলীয় ব্যবস্থায় জনগণ সরকারের তথা ক্ষমতাসীন দলের কোনো কাজের সমালোচনা করতে পারে না। এর ফলে জনগণের মনে ক্ষোভ দানা বাঁধতে পারে। এর ফলে একদিন জনগণের এ ক্ষোভবিদ্রোহ-বিপ্লবের জন্ম দিতে পারে।

৭. সুষ্ঠু জনমত বিকাশে বাধা: একদলীয় ব্যবস্থায় বিরোধী মত প্রকাশের সুযোগ না থাকায়, গঠনমূলক সমালোচনাকে দমন করে রাখার ফলে, প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা না থাকায় সুষ্ঠু জনমত বিকশিত হতে পারে না।

রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

খ. দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা (Bi-Party System or Two-Party System): যখন কোনো দেশে প্রধানত দুটি রাজনৈতিক দল দেখতে পাওয়া যায়, তখন তাকে 'দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা' বলে। দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রধান দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্রেটিক পার্টি ও রিপাবলিকান পার্টি এবং গ্রেট ব্রিটেনে রক্ষণশীল দল (Conservative Party) ও শ্রমিক দল (Labour Party) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার উজ্জ্বল উদাহরণ।

রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার দোষ-গুণ (Merits and Demerits of Bi-Party System)

গুণ (Merits): দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার গুণগুলো নিম্নরূপ :

১. সহজে সরকার গঠন: দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় সহজে সরকার গঠন করা যায়। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা বিজয়ী দলকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানানো হয়। সংখ্যালঘু দল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে।

২. সরকারের স্থিতিশীলতা: দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় দুটি শক্তিশালী দল থাকে। একটি সরকার গঠন করে, অন্যটি বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। এর ফলে সরকারের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

৩. প্রতিনিধিত্বশীল শাসনের সহায়ক: কোনো-না-কোনো দল নিশ্চিতভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ফলে সরকার গঠনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে না। এজন্যই দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাকে প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থার জন্য সহায়ক মনে করা হয়।

৪. জনগণের পক্ষে সুবিধা: মাত্র দুটি সংগঠিত দল থাকায় জনগণের পক্ষে এর মধ্যে একটিকে বেছে নেয়া সহজ হয়।

৫. যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচনে সহায়ক: মাত্র দুটি সুসংগঠিত দল থাকায় এবং প্রার্থী কম থাকায় সাধারণ জনগণের পক্ষে যোগ্যতম প্রার্থী বাছাই করা বা নির্বাচন করা সহজ হয়।

৬. জোট গঠনের প্রয়োজন পড়ে না: প্রধানত দুটি শক্তিশালী দল থাকায় নির্বাচনে জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। ফলে দুর্বল সরকার গঠনের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়।

রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

৭. সুশাসনে সহায়ক: দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দলকে অন্য কোনো দলের মুখাপেক্ষী হতে হয় না। ফলে ক্ষমতাসীন সরকারি দল নিরুদ্বিগ্নচিত্তে সরকার পরিচালনা করতে পারে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

৮. বিপ্লবের সম্ভাবনা কম: দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় নির্বাচনে একটি দল জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার গঠন করত পারে। বিরোধী দলও সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারে। নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন সম্ভব বলেই বিপ্লবের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

৯. সন্তোষজনক ব্যবস্থা: দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বিকশিত হয় বিদ্যমান বড় দল দুটির পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুযায়ী। এক দল অপর দলের গঠনমূলক সমালোচনা করলেও তা উগ্র বিরোধিতার রূপ ধারণ করে না। এ জন্যই অধ্যাপক লাস্কি (Prof. H. J. Laski) দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সন্তোষজনক ব্যবস্থা বলেছেন।

১০. স্বৈরাচার প্রতিরোধে সহায়ক: দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের সমালোচনার ভয়ে সরকার স্বৈরাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে না।

১১. জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ: বিরোধিতা এবং সমালোচনার ভয়ে কোনো দলই জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কাজে লিপ্ত হতে পারে না কিংবা ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে সাহসী হয় না।

রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

দোষ (Demerits): দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার দোষগুলো নিম্নরূপ:

১. সব মত প্রকাশিত হয় না: দুটো মাত্র দলের মাধ্যমে বহুমুখী ও বহু আদর্শে বিশ্বাসী জনগণের মতামতকে প্রকাশ-করা যায় না। দুটোর অধিক দল না থাকায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও জনগণ একটি মাত্র দলকে সমর্থন জানাতে বাধ্য হয়।

২. স্বৈরাচারের সম্ভাবনা: দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় কোনো দল নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ক্ষমতাসীন হলে স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে। কেননা, দলীয় আদর্শ ও নিয়মানুবর্তিতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ সমর্থকগণ অন্ধভাবে নিজ দলকে সমর্থন করে থাকে। ফলে বিরোধী দলের সমালোচনায় কর্ণপাত না করে সরকারি দল স্বৈরাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে।

৩. মন্ত্রিসভায় একনায়কত্ব: সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় তত্ত্বগত দিক থেকে আইনসভার সার্বভৌমত্বের কথা বলা হলেও বাস্তবে দলীয় শৃঙ্খলার কারণে তা 'মন্ত্রিসভার একনায়কত্বে' (Cabinet dictatorship) পরিণত হয়।

রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

৪. আইনসভার গুরুত্ব হ্রাস: দলীয় শৃঙ্খলার কারণে আইনসভায় সদস্যগণ স্বাধীনভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন না। তাছাড়া কোনো দল নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে গণবিরোধী যে কোনো আইন প্রণয়নে সে দল সাহসী হতে পারে। কেননা আইনসভায় যে কোনো আইন পাস করতে এরূপ দলের কোনো অসুবিধা হয় না।

৫. রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে না: দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় দুটি দলের বাইরে অন্য কোনো শক্তিশালী বা উল্লেখযোগ্য দল বিকশিত না হওয়ায় মধ্যপন্থি মতামতের বিকাশ ঘটে না। এর ফলে জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে না।

রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

গ. বহুদলীয় ব্যবস্থা (Multi-Party System): একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যখন দুটির বেশি দল রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের লড়াইয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে, তখন তাকে 'বহুদলীয় ব্যবস্থা' বলে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত সাধারণ নির্বাচনে কোনো দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না। ফলে নির্বাচনে জয় লাভের জন্য অনেক সময় সমমনা দলগুলোর সমন্বয়ে 'সম্মিলিত সরকার' (Coalition Government) গঠিত হয়। ফ্রান্স, ইতালি, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে এরূপ বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।

রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

বহুদলীয় ব্যবস্থার দোষগুণ (Merits & Demerits of Multi-party System)

গুণ (Merits): বহুদলীয় ব্যবস্থার গুণগুলো নিম্নরূপ:

১. সুষ্ঠু জনমত প্রকাশের সহায়ক: বহুদলীয় ব্যবস্থা সমাজের ভিন্নমুখী জনমত প্রকাশে সহায়তা করে। কেননা, অনেকগুলো রাজনৈতিক দল থাকলে কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক দলের নীতি-আদর্শের সাথে জনগণের মতামত ও বিশ্বাসের মিল হবেই।

২.কায়েমী স্বার্থের বিকাশে বাধা প্রদান: বহুদলীয় ব্যবস্থা জনমত অর্জনের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা থাকায় কোনো দল অপ্রতিহত প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না এবং কায়েমী স্বার্থের বিকাশ ঘটাতে পারে না।

৩. স্বৈরাচার প্রতিরোধ: বহুদলীয় ব্যবস্থায় কোনো দলই নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে স্বৈরাচারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না।

৪. রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতার প্রসার: বহুদলীয় ব্যবস্থায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের বক্তব্য-বিবৃতি এবং আলোচনা ও সমালোচনার ফলে জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতার প্রসার ঘটে।

৫. জনগণের জন্য সুবিধাজনক : বহুদলীয় ব্যবস্থায় বহু মত ও পথের অনুসারী রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠায় জনগণ সহজেই তাদের আদর্শ ও মতামতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাজনৈতিক দলকে খুঁজে নিতে পারে।

রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

৬. নতুন ভাবধারার প্রকাশ: বহুদলীয় ব্যবস্থায় সমাজের বিভিন্নমুখী চিন্তাধারা অবাধে প্রকাশ লাভ করতে পারে। বিশেষ করে এর ফলে নতুন নতুন ভাবধারা বিকশিত হবার সুযোগ পায়।

৭. সমস্যার বিভিন্নমুখী সমাধান: বহুদলীয় ব্যবস্থায় দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের সমাধানের উপায় সম্পর্কে জানা যায়। এর ফলে সমস্যা সমাধান সহজতর হয়।

৮. কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ: বহুদীয় ব্যবস্থায় আইনসভার নির্বাচনে কোনো দলের পক্ষেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সহজে সম্ভব হয় না। এর ফলে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে রাজনৈতিক জোট গঠনের বা 'কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা' গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৯. সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলোর জন্য সহায়ক : সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলো কোনোদিনই সরকার গঠন করতে পারে না। কিন্তু বহুদলীয় ব্যবস্থা 'কোয়ালিশন সরকার' গঠনের মাধ্যমে সরকার গঠন করতে পারে এবং ক্ষমতার রাজনীতিতে অংশীদার হতে পারে।

১০. রাজনৈতিক সচেতনতার বিস্তার: বহুদলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নীতি-আদর্শ জনগণের সামনে তুলে ধরে। পাশাপাশি অন্যান্য দলের ত্রুটি-বিচ্যুতি তারা জনগণকে জানানোর চেষ্টা করে। এর ফলে জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

দোষ (Demerits): বহুদলীয় ব্যবস্থার দোষগুলো নিম্নরূপ :

১. সরকারের স্থায়িত্বহীনতা: বহুদলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত কোনো দলই নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না। এর ফলে সমমনা কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিয়ে 'কোয়ালিশন সরকার' গঠন করতে হয়। এরূপ সরকার দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী হয়। কেননা যে কোনো সময় ঐক্যজোট ভেঙে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

২. সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা: এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা মহাদেশের সদ্য স্বাধীন ও উন্নয়নশীল বিশ্বে যে সমস্ত দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান সে সমস্ত দেশে ঘন ঘন সরকারের পতনের ফলে সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে।

৩. শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাব: বহুদলীয় ব্যবস্থায় কোনো দলই যেমন একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না, তেমনি বিরোধী দলগুলোর সাংগঠনিক ক্ষমতাও খুব দুর্বল হয়ে থাকে।

৪. সুষ্ঠু জনমত গড়ে ওঠে না: বহুদলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পর বিরোধী বক্তব্যে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। অনেক সময় প্রচার মাধ্যমগুলো রাজনৈতিক চাপে কিংবা অর্থলোভে মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার করে। এর ফলে জনগণ বিভ্রান্ত হয় এবং সুষ্ঠু জনমত গড়ে উঠতে পারে না।

৫. বিভেদ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি: বহুদলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক সমালোচনার ফলে উত্তেজনা ও অশান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

৬. জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষিত হয়: বহুদলীয় ব্যবস্থা যে কোনোভাবেই হোক না কেন রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। এর ফলে অনেক সময় জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে দলীয় ও ব্যক্তিস্বার্থকে স্থান দেয়া হয়।

৭. জাতীয় ঐক্য ও সঙ্গতি বিনষ্ট হয়: বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় জাতি বিভিন্ন মত ও আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচারণায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়।

৮. পারস্পরিক সৌহার্দ্য বিনষ্ট করে বহুদলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক সমালোচনা ও কাদা ছোঁড়াছুড়িতে জনগণের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয়। এর ফলে জনগণের পারস্পরিক সৌহার্দ্য বিনষ্ট হয়।

৯. দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি: বহুদলীয় ব্যবস্থায় সরকার গঠন ও তা টিকিয়ে রাখার জন্য ক্ষমতাসীন জোটের শরীক দলগুলোর মধ্যে সুযোগ-সুবিধা, পদ-পদবি বণ্টন করে দিতে হয়। এর ফলে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন

টপিক – ০৭ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

টপিক ০৭: চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক গোষ্ঠী যার সদস্যগণ সমজাতীয় মনোভাব এবং স্বার্থের দ্বারা আবদ্ধ, স্বার্থের ভিত্তিতেই তারা পরস্পরের সাথে আবদ্ধ হন। আলফ্রেড গ্রাজিয়ার (Alfred Grazier)-এর মতে, "চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী, যা সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।" এ্যালান আর. বল (Allan R. Ball) বলেন, "সমমনোভাবাপন্ন সদস্যদের নিয়ে গঠিত গোষ্ঠীকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বোঝায়" (A Pressure group can be defined as a group whose members hold share attitude.)। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে এস.ই. ফাইবার 'লবি গ্রুপ' এবং এইচ. জিগলার 'Interest group' বলে আখ্যায়িত করেছেন। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ তাদের পছন্দের দল বা ব্যক্তিকে অর্থ দিয়ে, যানবাহন দিয়ে প্রচার কাজে সাহায্য করে। তাদের পছন্দনীয় দল বা ব্যক্তি নির্বাচিত হয়ে আইনপ্রণয়ন ও শাসন কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করে থাকে। প্রয়োজনবোধে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী মিটিং, মিছিল, শোভাযাত্রার সাহায্যে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে থাকে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. বেসরকারি সংগঠন: চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্যগণ বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের সমষ্টিবিশেষ। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কোনো আনুষ্ঠানিক সরকারি স্বীকৃতিও সাধারণত থাকে না।

২. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা স্বার্থ: চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গঠিত হয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য। স্বার্থ আদায় বা স্বার্থরক্ষার জন্য বহুমুখী, ব্যাপক সামাজিক বা জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গঠিত হয় না। এমনকি জাতীয় কল্যাণের জন্য কোনো মহান উদ্দেশ্যও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর থাকে না।

৩. নির্দলীয় বা অরাজনৈতিক সংগঠন: স্বার্থকামী গোষ্ঠী নিজেকে নির্দল বা অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে মনে করে। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী অরাজনৈতিক চরিত্র নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়।

৪. সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী: স্বার্থকামী গোষ্ঠী সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী। তাঁরা সুসংগঠিত। তাঁদের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট।

৫. সরকারকে নিয়ন্ত্রণ : স্বার্থকামী গোষ্ঠী আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার গঠন বা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় না। এর লক্ষ্য হলো সরকারের নীতি ও আচরণকে প্রভাবিত করা। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী আইনসভার সদস্যগণকে প্রভাবিত করে নিজেদের অনুকূলে আইন প্রণয়ন করিয়ে নেয়, শাসন বিভাগকে প্রভাবিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায়, পছন্দের দল-ব্যক্তিকে নির্বাচনে সহযোগিতা প্রদান করে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য

রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। উভয়ের মধ্যে উৎপত্তি, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

১. জাতীয় কল্যাণ : রাজনৈতিক দলের সামনে বৃহৎ জাতীয় কল্যাণের লক্ষ্য থাকে, যা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে না।

২. সাংগঠনিক পার্থক্য: সাংগঠনিক দিক থেকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক দল অপেক্ষা দুর্বল।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য: রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লক্ষ্য হলো সরকারি সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুকূলে প্রভাবিত করা।

৪. কাজকর্মের পদ্ধতি : রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজকর্ম সাধারণত গোপন বা অপ্রকাশ্য।

৫. প্রকৃতিগত পার্থক্য : রাজনৈতিক দল গঠিত হয় বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও পেশার লোকজন নিয়ে। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গঠিত হয় সমস্বার্থ ও সমমনোভাবাপন্ন লোকদের নিয়ে।

৬. নির্বাচনে অংশগ্রহণ: রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনি কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন

টপিক – ০৮ সুশাসন ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

টপিক ০৮: সুশাসন ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সুশাসন ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়ে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রথাগত ধারণা অনেকটা পাল্টে গেছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিশেষ করে দাতাসংস্থা, এন.জি.ও., সিভিল সমাজও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মতোই কাজ করছে। অর্থনীতির উদারীকরণের ধারায় বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রাষ্ট্রীয় নীতিমালা বেসরকারি খাতের জন্যে বাধা না হয়ে বরং বেসরকারি খাতের উন্নয়নে ছাড় দিচ্ছে। বিশ্বব্যাংক রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধির প্রতি জোর দিচ্ছে, ভর্তুকি হ্রাস, বেসরকারিকরণ ও সরকারি ব্যয় হ্রাস প্রভৃতির ওপর চাপ প্রয়োগ করছে। সরকার এ চাপকে সবসময় উপেক্ষা করতে পারে না। এ সব চাপের ফলে সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যয় হ্রাস ইত্যাদির ফলে সুশাসন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে সুশীল সমাজ (Civil Society) মানব পুঁজি গঠন, সমাজসেবা এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সুশীল সমাজ সরকারের দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সচেষ্ট। সরকার সুশীল সমাজের বক্তব্য বা সুপারিশসমূহকে উপেক্ষা করতে পারে না।

সুশাসন ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় চাপ সৃষ্টিকারীর ভূমিকা: চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী যেভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা নিম্নরূপ:

১. সরকারি নীতি প্রণয়নকে প্রভাবিত করা: চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো চাপ প্রয়োগ করে সরকারি নীতি প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এমনকি অনেক সময় সরকারি নীতি পরিবর্তনেও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে সরকারের ভুলনীতি, গণবিরোধী পদক্ষেপ পরিবর্তনেও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সক্ষম হয়। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. আইনসভার ওপর প্রভাব বিস্তার: চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী আইনসভার সদস্যগণকে প্রভাবিত করে অন্যায় বা গণবিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন থেকে সরে আসতে বাধ্য করে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম এবং জনকল্যাণ সাধিত হয়।

৩. ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ: সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি যেন বিচারক পদে নিয়োগ পায়, নিয়োগ লাভের পর যেন স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার কাজ সম্পন্ন করতে পারে এজন্য সরকারের ওপর বা প্রভাবশালী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুশাসন ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

৪. আমলাদের ওপর চাপ প্রয়োগ: সরকারি নীতি বাস্তবায়ন করে আমলারা। কাজেই চাপ প্রয়োগকারী গোষ্ঠী তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে গণমুখী আচরণ করতে আমলারা যেন বাধ্য হন সে পরিবেশ তৈরি করে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করে।

৫. জনমত গঠন : সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সুস্থ ও সুষ্ঠু জনমতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী জনমত গঠনের বাহনগুলোর ওপর চাপ প্রয়োগ করে সুশাসনের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

৬. জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ: চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে সরকারের ওপর এবং বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিও গোষ্ঠীর ওপর চাপ প্রয়োগ করে থাকে। এর ফলে জাতীয় স্বার্থ প্রাধান্য পায় এবং সুশাসন ত্বরান্বিত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েই চলছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন

টপিক – ০৯ নেতৃত্বঃ ধারণা ও সংজ্ঞা

টপিক ০৯: নেতৃত্বঃ ধারণা ও সংজ্ঞা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

নেতৃত্বঃ ধারণা ও সংজ্ঞা

নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Leadership' এবং নেতার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Leader'. 'Leadership' শব্দটি এসেছে ইংরেজি 'Lead' থেকে। 'Lead' শব্দের অর্থ হলো চালনা কর, পথ দেখানো এবং নির্দেশ প্রদান করা। সুতরাং যিনি নির্দেশ প্রদান করেন, সামনে থেকে 'সব কিছু পরিচালনা করেন তাঁকে নেতা' (Leader) বলে। নেতার গুণাবলি বা যোগ্যতাকে বলে 'নেতৃত্ব'।

সুতরাং 'নেতৃত্ব' বলতে সাধারণত নেতার গুণগুলোকে বোঝায়। কিন্তু পৌরনীতি ও সুশাসনে নেতৃত্বের অর্থ আরো ব্যাপক। কোনো ব্যক্তি বা কোনো দলের নেতা কতখানি গুণের অধিকারী এবং তা অন্যকে কতখানি প্রভাবিত করতে পারে, পৌরনীতি ও সুশাসনে তাকেই 'নেতৃত্ব' বলে। নেতৃত্ব হচ্ছে সামাজিক গুণ। সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত করাই নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য। সুসংহত ও পরিকল্পিত কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকশিত হয়।

নেতৃত্বঃ ধারণা ও সংজ্ঞা

এইচ. ও. ডানেল (H. O. Dunel)-এর মতে, "সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনগণকে সহযোগী হতে প্ররোচিত ও উদ্যোগী করার কাজকেই নেতৃত্ব বলা হয়।"

এলভিন ডব্লিউ গুল্ডনার (A. W. Gouldner)-এর মতে, "নেতৃত্ব ব্যক্তি বা দলের সেই নৈতিক গুণাবলি যা অন্যদের অনুপ্রেরণা দিয়ে বিশেষ দিকে ধাবিত করে।"

কিম্বল ইয়ং (Kimbal Young)-এর মতে, "নেতৃত্ব হলো ব্যক্তির সেই গুণাবলি যার মাধ্যমে সে অন্যের কর্মধারা প্রভাবিত করে এবং অন্য সবার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে।" (Leadership is but one form of dominance, in which the followers more or less willingly accept direction and control by another.)

সি. আই. বার্নার্ড (C. I. Bernard)-এর মতে, "নেতৃত্ব হলো ব্যক্তিমণ্ডলীর এমন গুণাবলির সমষ্টি যার মাধ্যমে তারা জনগণের সংগঠিত কর্মোদ্যোগে অথবা তাদের কার্যক্রমে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।" (Leadership refers to the quality of the behaviour of the individuals whereby they guide people or their activities in organized effort.)

সুতরাং নেতৃত্ব হলো এক ব্যক্তি বা একদল ব্যক্তির সেই কাম্য গুণ বা গুণাবলি যা সমাজের ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যদের উদ্দীপ্ত করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন

টপিক – ১০ নেতৃত্বের প্রকারভেদ

টপিক ১০: নেতৃত্বের প্রকারভেদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

নেতৃত্বের প্রকারভেদ

নেতৃত্ব প্রধানত চার প্রকারের; যথা: (১) বিশেষজ্ঞ সুলভ নেতৃত্ব, (২) রাজনৈতিক নেতৃত্ব, (৩) সম্মোহনী নেতৃত্ব এবং (৪) প্রশাসনিক নেতৃত্ব বা ব্যবস্থাপকের নেতৃত্ব।

১. বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব: বিশেষ কোনো জ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, দক্ষতা প্রভৃতির জন্য কোনো ব্যক্তি যে নেতৃত্ব লাভ করেন, তাকে বিশেষজ্ঞ সুলভ নেতৃত্ব বলে। যেমন, একজন চিকিৎসক বা একজন অধ্যাপক তাঁর পেশার সাফল্য দ্বারা মানুষকে প্রভাবিত করতে পারেন, ভালোবাসা অর্জন করতে পারেন। তাঁর ব্যক্তিগত দক্ষতা, সততা ও সুনামই অপরকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে।

২. রাজনৈতিক নেতৃত্ব : কোনো বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মসূচি প্রচার করতে গিয়ে বা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলকে সংগঠিত করার কাজে সাফল্য লাভ করে কোনো ব্যক্তি রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও মর্যাদার অধিকারী হয়ে উঠতে পারেন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব তার কাজ দ্বারা, ত্যাগ-তিতিক্ষা দ্বারা জনগণের আস্থা অর্জন করেন। ভারতে মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, বাংলাদেশে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, ইন্দোনেশিয়ায় আহমেদ শোয়েকার্নো, চীনে মাও সে তুং, রাশিয়ায় লেনিন প্রমুখ ব্যক্তি রাজনৈতিক নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

নেতৃত্বের প্রকারভেদ

৩. সম্মোহনী নেতৃত্ব: কোনো বিশেষ নেতা যখন তাঁর বক্তব্য ও কাজ দ্বারা জনগণকে ভীষণভাবে সম্মোহিত, অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন, তখন সেই নেতৃত্বকে 'সম্মোহনী নেতৃত্ব বা যাদুকরী নেতৃত্ব' বলা হয়। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার সর্বপ্রথম সম্মোহনী নেতৃত্বের ধারণা প্রদান করেন। ব্রিটিশ ভারতে মহাত্মা গান্ধী, বাংলাদেশে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ইরানের আয়াতুল্লাহ খোমিনী প্রমুখের নেতৃত্বকে 'যাদুকরী বা সম্মোহনী নেতৃত্ব' বলা যেতে পারে। সম্মোহনী নেতৃত্বের প্রতি জনগণ অন্ধ আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠেন।

৪. প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপকের নেতৃত্ব: অফিস-আদালত, কল-কারখানা প্রভৃতিতে প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং ব্যবস্থাপকদেরকে ঘিরে যে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে তাকে প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপকের নেতৃত্ব বলে। ব্যবস্থাপনার বা প্রশাসনে কোনো ব্যক্তির সাফল্য বা দক্ষতা এরূপ নেতৃত্বের সৃষ্টি করে।

৫. তত্ত্বাবধানকারী নেতৃত্ব: এ ধরনের নেতৃত্ব একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় লক্ষ করা যায়। একজন তত্ত্বাবধানকারী নেতা কিছুটা কোমল এবং বন্ধুসুলভ ব্যবহারে অভ্যস্ত। তবে সংগঠনের কাজে তার মতামতই প্রাধান্য পায়। সংগঠনের কাজে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের পরামর্শ বা প্রস্তাব শোনা হয় মাত্র।

নেতৃত্বের প্রকারভেদ

৬. একনায়কতান্ত্রিক নেতৃত্ব: এক ব্যক্তি ও এক দলের নেতৃত্ব এখানে প্রাধান্য পায়। নেতা একক শাসক হিসেবে শাসন পরিচালনা করেন। সকল অধীনস্থ ব্যক্তি তার আজ্ঞাবহ। তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই। জার্মানির হিটলার, ইতালীর মুসোলিনী, স্পেনের ফ্রাঙ্কো, ইরাকের সাদ্দাম হোসেন এরূপ নেতৃত্বের উদাহরণ।

৭. গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব: জনগণের সব বিষয়ে অংশগ্রহণে এ ধরনের নেতৃত্ব বিশ্বাসী। উদাহরণস্বরূপ সংসদীয় গণতন্ত্রের উল্লেখ করা যায়। এ ধরনের নেতৃত্বে আলোচনা-সমালোচনার সুযোগ রয়েছে। এ ধরনের নেতৃত্ব তৈরি হয় জনগণের সমর্থনে। নেতা নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

৮. সর্বাত্মকবাদী নেতৃত্ব: সর্বাত্মকবাদী (Totalitarian) রাষ্ট্রে এরূপ নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। নেতার সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ সবক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তির ব্যক্তি জীবন থেকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন সবকিছুই এরূপ নেতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। এমনকি আমলাতন্ত্রেও এরূপ নেতৃত্ব লক্ষ্য করা যায়।

৯. সনাতন নেতৃত্ব : এ ধরনের নেতৃত্ব সর্বাত্মক, ব্যক্তিভিত্তিক এবং তা একটি নিষ্ক্রিয় অদক্ষ গোষ্ঠীর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করে।

১০. আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব: আমলাগণ বিনা প্রশ্নে ঊর্ধ্বতনের আদেশ-নির্দেশ, আইন-কানুন মেনে চলেন। উচ্চপদস্থ একজন আমলা তার ঊর্ধ্বতনের প্রতি অনুগত ও বিনয়ী হলেও অধঃস্তনের প্রভুসুলভ আচরণ করেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন

টপিক – ১১ নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলী

টপিক ১১: নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলী

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলী

নেতৃত্ব হলো সামাজিক ও নৈতিক গুণ-বিশিষ্ট। দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল-এর মতে, "নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ হলো আত্মবিশ্বাস এবং দ্রুত ও সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা।" রবার্ট মিচেলস্ বলেন, "নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণাবলি হলো ইচ্ছাশক্তি, ব্যাপক জ্ঞান, প্রবল আত্মবিশ্বাস ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা।"

নেতৃত্বের আবশ্যকীয় গুণাবলি নিম্নরূপ:

১. ব্যক্তিত্ব: নেতাকে ব্যক্তিত্বের গুণে একক ও অনন্য ভাবমূর্তির অধিকারী হতে হয়। তাকে হতে হয় গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। চরিত্রের মাধুর্য, নমনীয়তা, তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণ নেতাকে ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তোলে। ব্যক্তিত্বই একজন মানুষকে নেতৃত্বের পদে আসীন হতে সাহায্য করে। নেতাকে এজন্য আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয়।

২. বুদ্ধিমত্তা : বুদ্ধিমত্তা নেতৃত্বের আবশ্যকীয় গুণ। নেতার বোধশক্তি হবে তীক্ষ্ণ। সমস্যা সমাধানে বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে নেতা জনগণের নিকট নিজেকে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। নির্বোধ বা বুদ্ধিহীন মানুষ ভালো নেতা হতে পারেন না।

নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলী

৩. মানসিক ও দৈহিক সুস্থতা: নেতাকে সুস্থ দেহ-মনের অধিকারী হতে হয়। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হলে তার পক্ষে জটিল দায়িত্ব পালনের জন্য নিরলস পরিশ্রম করা সম্ভব নয়। সুস্থ মনের জন্যও চাই সুস্থ দেহ। কেননা সুস্থ দেহে সুস্থ মন বিরাজ করে। নেতা কতটা কর্মদক্ষ ও কষ্টসহিষ্ণু হবেন তা অনেকটা নির্ভর করে তার মানসিক ও দৈহিক সুস্থতার ওপর।

৪. অভিজ্ঞতা: নেতাকে অভিজ্ঞ হতে হয়। কেননা নেতার সাফল্য অসাফল্যের ওপর গোটা জাতি বা দেশের সাফল্য-অসাফল্য নির্ভর করে। যে নেতা যে বিষয়ে নেতৃত্ব প্রদান করেন তাকে সে বিষয়ে অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে হয়।

৫. শিক্ষা: নেতা হবেন নিজস্ব বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা ও বিশেষ প্রজ্ঞার অধিকারী। অশিক্ষিত ব্যক্তি সাধারণত ভালো নেতা হন না। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ে, রাজনীতির তত্ত্বগত এবং প্রায়োগিক দিক সম্পর্কেও রাজনৈতিক নেতার পড়াশোনা থাকতে হবে। জ্ঞান আহরণের জন্য থাকবে নেতার গভীর আগ্রহ।

৬. দূরদৃষ্টি : জটিল সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য প্রয়োজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের। নেতাকে অতীতের আলোকে বর্তমানের মূল্যায়ন করতে হবে এবং ভবিষ্যৎ করণীয় স্থির করতে হবে। দূরদর্শী নেতার অভাবে জাতি হয় বিভ্রান্ত। জাতীয় জীবনে নেমে আসে হতাশা।

নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলী

৭. চারিত্রিক কঠোরতা ও কোমলতা: নেতার চরিত্র হবে একদিকে কোমল, অপরদিকে প্রয়োজনবোধে কঠোর। চরিত্রের কোমলতা নেতাকে যেমন জনগণের ভালবাসা ও শ্রদ্ধাভক্তি অর্জনে সাহায্য করবে, তেমনি চরিত্রের কঠোরতা ও দৃঢ়তা নেতার প্রতি জনগণের আনুগত্য, শ্রদ্ধা, ভয় ও শৃঙ্খলাবোধকে জাগিয়ে তুলবে।

৮. বাগ্মিতা ও উত্তম শ্রোতা: নেতা যেমন একদিকে হবেন বাগ্মী, তেমনি অন্যদিকে তিনি হবেন ধৈর্যশীল শ্রোতা। বক্তব্যগুণে তিনি যেমন সবার মন জয় করবেন, দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন-ঠিক তেমনি ধৈর্যসহকারে দলীয় সদস্য এবং জনগণের সমস্যা ও বক্তব্য শুনবেন, জানবেন এবং সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করবেন।

৯. নিরপেক্ষতা: জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের বক্তব্যই নেতা শুনবেন এবং সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন। নেতা হবেন নিরপেক্ষ মনের অধিকারী।

১০. ন্যায়নীতিপরায়ণ নেতা হবেন ন্যায়নীতিপরায়ণ। নীতির প্রশ্নে, ন্যায়ের প্রশ্নে তিনি থাকবেন অটল ও অনড়। নেতা হবেন ন্যায় ও নম্রতার প্রতীক।

নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলী

১১. উদারতা : নেতার অন্তর হবে উদার। নেতা হবেন উদার ও বিশাল মনের অধিকারী। নেতাকে অবশ্যই ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে সার্বিক সামাজিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। সংকীর্ণতা, দীনতা, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা ও হীনমন্যতা নেতার মনে ও চিন্তায় ঠাঁই পাবে না।

১২. দায়িত্ববোধ : নেতা হবেন দায়িত্ববোধসম্পন্ন। কেননা দায়িত্ব ব্যতীত নেতৃত্ব অচল। নেতা তার কৃতকর্মের দায়কে সর্বদাই কাঁধে নিতে প্রস্তুত থাকবেন।

১৩. কথা ও কাজের মিল: নেতার কথায় ও কাজে মিল থাকবে। যোগ্য নেতা জনগণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন না বা জনগণের সাথে প্রতারণা করেন না।

১৪. আত্মসংযম: নেতাকে আত্মসংযমী হতে হবে। নেতা হবেন সহনশীল ও পরমতসহিষ্ণু। শাসক নেতার পরম গুণ হলো শান্ত থাকা।

১৫. স্বার্থহীনতা: নেতা হবেন আসক্তিমুক্ত এবং আত্মস্বার্থহীন। অর্থ ও সম্পদের প্রতি তাঁর কোনো আসক্তি থাকবে না। দৈহিক ভোগবিলাস, নিছক কামনা-বাসনা তাকে আকর্ষণ বা পথভ্রষ্ট করবে না।

১৬. সত্য ও সুন্দরের পূজারী: নেতা হবেন সত্য ও সুন্দরের পূজারী। অসত্য এবং অজ্ঞানতা নেতাকে পথভ্রষ্ট করবে না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন

টপিক – ১২ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা

টপিক ১২: সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা

সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত করাই নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য। বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটে জর্জরিত সমাজ ও রাষ্ট্রে সুযোগ্য নেতৃত্ব প্রয়োজন। কেননা সুযোগ্য নেতৃত্ব ছাড়া কোনো জাতি বা রাষ্ট্র অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারে না। সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলো নেতৃত্বের গুণেই সুনিয়ন্ত্রিত ও সুচারুরূপে পরিচালিত হয়। পরিবর্তনশীল সমাজকে সুযোগ্য নেতৃত্বই প্রগতির পথে এগিয়ে নিতে পারেন, জাতীয় একাত্মতার সংকট কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারেন। সুযোগ্য নেতৃত্ব একটি জনসমাজকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, স্বাধীন জাতি হিসেবে সুসংগঠিত করে তুলতে পারেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এরূপ নেতৃত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ।

সদ্য স্বাধীন অধিকাংশ রাষ্ট্রেই দুর্বল, দুর্নীতিপরায়ণ ও অদূরদর্শী নেতৃত্বকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে দেখা যায়। অনেকে আবার সেকেলে ধ্যান-ধারণা নিয়ে সমস্যা মোকাবেলা বা রাষ্ট্রের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে চান। ফলে তাদের শাসনে 'অপশাসন' লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান সময়ে তাই বিশ্বব্যাপী 'সুশাসনের' দাবি জোরেসোরে উত্থাপিত হচ্ছে। স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, অংশীদারিত্বমূলক, জনকল্যাণকামী প্রশাসন প্রতিষ্ঠার দাবি বর্তমান সময়ের দাবি।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা নিম্নরূপ :

১. দলীয় নীতি নির্ধারণ: নেতৃত্বের প্রথম কাজ হলো নিজ দলের নীতি নির্ধারণ। নীতি নির্ধারণের ওপর সংগঠনের সাফল্য নির্ভর করে। তবে দলীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তা সুশাসনের সহায়ক হয়।

২. রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ: নেতৃত্বের অন্যতম কাজ হলো রাষ্ট্রীয় নীতি সম্পর্কে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করা। ভবিষ্যতে দল ক্ষমতায় গেলে কীভাবে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করা হবে এবং সেক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বিষয় প্রাধান্য পাবে এবং তা সুশাসনকে ত্বরান্বিত করবে কীনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কার্যকর করত হবে।

৩. সুষ্ঠু জনমত গঠন: জনমত গঠনে নেতৃত্বের ভূমিকা অসামান্য। সুস্থ, সুন্দর, সুষ্ঠু ও কল্যাণকামী জনমত গঠন করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করতে নেতৃত্ব যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪. রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি: নেতাদের বক্তব্য জনগণকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলে। জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে সুশাসনও নিশ্চিত হয়।

৫. সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন: নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দলকে শক্তিশালী করা, নির্বাচনে জয়লাভ এবং সরকার গঠন করা। সুযোগ্য নেতৃত্ব জয়যুক্ত হয়ে সরকার গঠন করে রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও সঠিক ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা

৬. জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ়করণ: সুযোগ্য নেতৃত্ব বক্তব্য-বিবৃতি এবং প্রচার-প্রচারণা দ্বারা জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করে তোলেন। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

৭. সমন্বয় সাধন : সুযোগ্য নেতৃত্ব বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের কাজের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিয়ে রাষ্ট্রের উন্নয়ন ঘটান এবং সুশাসন নিশ্চিত করেন।

৮. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সুদৃঢ়করণ: সুযোগ্য নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন

টপিক – ১৩ স্থানীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার/এনজিও-র ভূমিকা

টপিক ১৩: স্থানীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার/এনজিও-র ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

স্থানীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার/এনজিও-র ভূমিকা

এন.জি.ও (N.G.O) হলো 'Non-Governmental Organisation' শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ। বর্তমানে বাংলা ভাষায় এন.জি.ও শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এন.জি.ও বলতে বেসরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে বোঝায়। এন.জি.ও.-গুলো উন্নয়ন সহযোগী। এ কারণে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বে এর সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে এন.জি.ও. সমূহ অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে সাহায্য করে। এসব রাষ্ট্রে এন.জি.ও.-গুলো মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে মানবসম্ভাবনাকে জাগ্রত করে।

স্থানীয় ও গ্রামীণ জনগণের দারিদ্র্য দূরীকরণে, সম্পদ সমাবেশ ও ক্ষুদ্র পুঁজি সংগ্রহ ও সমাবেশ, উন্নয়নমূলক কাজে জনগণের বিশেষ করে গ্রামীণ জনগণের বিনিয়োগ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়নে এন.জি.ও.-গুলো প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেই চলেছে। এন.জি.ও.-গুলোর ভূমিকা বর্তমানে সরকারও মেনে নিয়েছে।

স্থানীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার/এনজিও-র ভূমিকা

বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সরকারি প্রশাসন ও সেবামূলক সংগঠনগুলো জনগণের উন্নয়নে সচেষ্ট থাকলেও সততা, দক্ষতা এবং সেবামূলক মনোভাবের ঘাটতির কারণে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধিত হয় না। আমলা ও সরকারি প্রশাসনের লালফিতার দৌরাত্ম্য, দুর্নীতি এবং অদক্ষতার কারণে দাতাসংস্থাগুলো বর্তমানে এন.জি.ও.-গুলোর মাধ্যমে উন্নয়ন, ত্রাণ, সাহায্য ও পুনর্বাসনমূলক কাজগুলো করতে আগ্রহী হচ্ছে। এছাড়াও সরকারি প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ দেশের প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকায় যেতে চাননা, পশ্চাৎপদ ও অবহেলিত গ্রামীণ জনগণের সেবায় আগ্রহ দেখান না। এর ফলেও বিদেশি রাষ্ট্র ও দাতা সংস্থাগুলো এন.জি.ও.-গুলোর দ্বারস্থ হচ্ছে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা সংগঠনসমূহ বর্তমানে G.O. এবং N.G.O. উভয় সংগঠনের সহযোগিতায় তাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন

টপিক – ১৪ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১।রাজনৈতিক দল হচ্ছে কোনো নীতির সমর্থনে সংগঠিত সংঘবিশেষ, যা' নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিচালনায় প্রয়াসী হয়'-উক্তিটি কার?

ক. যোশেফ এম. সুম্পিটার খ. এডমান্ড বার্ক

গ. অধ্যাপক ম্যাকাইভার ঘ. আর্নেস্ট বার্কার

২।রাজনৈতিক দল এমন এক সংগঠিত জনগোষ্ঠী যারা একটি নির্দিষ্ট স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট'- উক্তিটি কার?[সি. বো. ২০১৫]

ক. এডমান্ড বার্ক খ. আনেস্ট বার্কার গ. মরিস দ্যুভারজার ঘ. অধ্যাপক গেটেল

৩।গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কোন্টির ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

ক. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী খ. রাজনৈতিক দল গ. উপদল ঘ. কুচক্রী দল

৪.নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে কোন্ সংগঠন? [ঢা. বো. ২০২২; মা. বো. ২০২২]

ক. সামরিক বাহিনী খ. উপদল গ. রাজনৈতিক দল ঘ. আমলাতন্ত্র

৫। ভোটারদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে কে? [ম. বো. ২০২২]

ক. নেতৃত্ব খ. রাজনৈতিক দল গ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ঘ. উপদল

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূলভিত্তি কী? [ব. বো. ২০২২]

ক. ছাত্র সংগঠন খ. রাজনৈতিক দল গ. জাতীয় সংসদ ঘ. আমলাতন্ত্র

৭।'গণতান্ত্রিক শাসন কার্যত রাজনৈতিক দলের শাসন'-উক্তিটি কার?

ক. এরিস্টটল খ. অধ্যাপক হারম্যান ফাইনার

গ. অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাস্কি ঘ. লর্ড ব্রাইস

৮। কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিকে নিয়ে কী গড়ে ওঠে?

ক. রাজনৈতিক দল খ. উপদল গ. প্রতিষ্ঠান ঘ. সচিবালয়

৯। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কোন্টি?

ক. রাজনৈতিক দল খ. চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গ. জনগণ ঘ সরকার

১০। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনের সময় বিভিন্ন কর্মসূচি প্রকাশ করে কারা?

ক. জনগণ খ. বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গ. চাপ সৃষ্টিকারী দল ঘ. রাজনৈতিক

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন

টপিক – ১৫ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

"আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে, তা-ই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করো"-জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।[ঢা. বো. ২০২২]

প্রশ্ন:

ক. দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা কী?

খ. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিচয় দাও।

গ. উদ্দীপকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে বিশেষ নেতৃত্বের পরিচয় মেলে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এ ধরনের নেতৃত্বের ভূমিকা আলোচনা করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

রাফাত ও আলম খান একটি গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক। তারা দুইজন দু'টি আলাদা সংগঠনের সাথে যুক্ত। রাফাত খানের সংগঠনটি সবসময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে কাজ করে। অপরদিকে আলম খানের সংগঠনটি সরকারি সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুকূলে রাখার চেষ্টা করে।

[কু. বো. ২০২২]

প্রশ্ন:

ক. নেতৃত্ব কী?

খ. উপদল বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাফাত খানের সংগঠনটি কোন ধরনের সংগঠন? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠন দু'টির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মি. 'X' এর সংগঠনের কার্যক্রম দেশব্যাপী বিস্তৃত। সংগঠনটি জনমত গঠনের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চায়। অপরদিকে মি. 'Y' এর সংগঠনটি নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকারের সিদ্ধান্তসমূহ প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। [রা. বো. ২০২২]

প্রশ্ন:

ক. নেতৃত্ব কী?

খ. বহুদলীয় ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।.

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. 'X' ও মি. 'Y' এর সংগঠনের মধ্যে তুলনা করো।

ঘ. গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় মি. 'X' এর সংগঠনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

THANK YOU